জুলাই আগস্টের গণঅভুত্থ্যানে লেডি ফেরাউন হাসিনা সরকার উৎখাত হয়েছে

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির আল্লামা মামুনুল হক বলেছেন, ২০২৪ সালের জুলাই আগস্টের গণঅভুত্থ্যানে বাংলাদেশের মানুষের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসা স্বৈরাচারী লেডি ফেরাউন জালিমশাহী শেখ হাসিনা সরকার উৎখাত হয়েছে। এদেশের মানুষ মুক্ত হয়েছেন। একটি নতুন বাংলাদেশ পেতে এদেশের অনেক মানুষকে শাহাদৎ বরণ, ত্যাগ স্বীকার ও বুকের তাজা রক্তদান করতে হয়েছে।

ছাত্র জনতার সংঘটিত গণহত্যার বিচার ও নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মেহেরপুর শাখা আয়োজিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

গতকাল সোমবার (১৭ ফেব্রারি) রাত আটটার দিকে মেহেরপুর শহীদ ডঃ সামসুদ্দোহা পার্কে আয়োজিত এই গণ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মুফতি হুসাইন আহমাদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, বিগত ৫০ বছর বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ বারবার একটি চেতনার কথা শুনিয়েছেন। আসলে সেই চেতনা ছিল ভারতীয় চেতনা। বাহাত্তরের চেতনা দিয়ে একাত্তরের চেতনা বলে জাতীকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।
তিনি বলেন, আধিপত্যবাদী সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে, আধিপত্যবাদী হিন্দুদ্ববাদী পশ্চিমবঙ্গের দাদাদের মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে, পশ্চিমপাকিস্থানী খান পাঠানদের প্রভূত্তের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে, প্রতিটি আধিপত্যবাদী জালিমদের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করেই বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

তিনি বলেন, বাহাত্তরের চেতনা ছিল বাংলাদেশকে ভাগ করার চেতনা। বাহাত্তরের চেতনা ছিল বাংলাদেশে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার দাবীকে গলা টিপে হত্যা করার চেতনা। সেই চেতনার গান গাইতে গাইতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রতিটি

সংগ্রামকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। এদেশে ইসলামী রাস্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিটি আন্দোলনকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে।

তিনি বলেন, এদেশের মানুষকে ১৯০ বছর যাবৎ সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। ১৯৪৭ সালে এদেশের মানুষ বৃটিশদের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিল। বৃটিশ আমলে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের মানুষ সতন্ত্র জাতীসত্তা গঠণের লক্ষে এই অঞ্চলের মুসলমানদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষে পশ্চিমবঙ্গের দাদাবাবুদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বঙ্গের মুসলমান জাতীসত্তার উম্মেস ঘটিয়েছিল। তখন এদেশের মানুষকে অনেক প্রতিকুলতার মুখোমুখি পড়তে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ দাদা ঠাকুরের নেতৃত্বে এদেশের মুসলামনদের অগ্রযাত্রা রুখে দেওয়ার জন্য পূর্ববাঙ্গলার মুসলিম জাতীসত্তাকে সেদিন রুখে দিতে চেয়েছিল। ঢাকা এবং ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করতে ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ রধ করে এদেশের অগ্রযাত্রাকে ঠেকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালে যেভাবে বৃটিশদের কবল থেকে মুক্ত হয়েছিলাম ঠিক তেমনী পশ্চিমবঙ্গের দাদাদের আধিপত্য থেকেও এদেশের মুসলাম মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল।

মামনুল হক বলেন, ১৯৪৭ এর পরে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট, ৬৬ সালেরর ৬ দফা, ৬৯ সালের গণঅভ্যত্থ্যান ৭০ এর নির্বাচন ও ৭১ সালের মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর এদেশ স্বাধীন হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষকে কখনো ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা হয়নি। এদেশের মানুষকে কখনো ধর্মনিরপেক্ষ নামক কুফরি মতবাদ শুনানো হয়নি। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ মুক্তিলাভের পর স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামীলীগের পিতা শেখ মুজিব পশ্চিম পকিস্থানে বন্দি ছিলেন। স্বাধীনতার পর মুক্তি পেয়ে প্রথমে লন্ডন থেকে তিনি সদ্য স্বাধীন বাংলার মাটিতে পা না রেখে বাংলার মানুষের কাছে না এসে সর্ব প্রথম তিনি গিয়েছিলেন নয়াদিল্লিতে।

তৎকালিন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরাগান্ধীর সাথেস্বাক্ষাত করলেন। আর সেদিনেই বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটেছিল। সেদিনেই ইন্দ্রিগান্ধী তাকে প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিয়েছিলেন, সেই প্রেসক্রিপশনে বাংলাদেশের নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ ২৪ বছরের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন, জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের

লড়াই এই সব কিছু ভারতের বুটের তলায় পিষ্ট করা হয়েছিলো। ভারতের প্রধান মন্ত্রী লিখে দিয়েছিলেন, বাংলাদেশে একটি সংবিধান রচনা করার। যেই সংবিধানে ভারতীয় সংবিধানে মুল নীতিগুলো অক্ষরে অক্ষরে অক্ষুন্ন রেখে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করার জন্য। শেখ মুজিবুর রহমান নয়দিল্লী থেকে বাংলাদেশে এলেন, ৭২ সালে সংবিধান রচিত হলো। আর সেই সংবিধানে বাংলাদেশের মুসলমানদের ১৯০ বছরের সংগ্রামের ইতিহাসকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিলো। সেই সংবিধানে নেছার উদ্দীনের বাঁশের কেল্লার ইতিহাসকে মুছে ফেলা হয়েছিলো, সেই সংবিধানে ফকির মজনু শাহ, হাজী শরিয়তুল্লাহর শত বছরের সংগ্রামের ইতিহাসকে বৃদ্ধাঙ্গলি প্রদর্শন করা হয়েছিলো, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সতন্ত্র জাতীসত্তার ইতিহাসকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিলো। ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক লহর প্রস্তাবের ইতিহাসকে অস্বীকার করা হলো, এই সব কিছু করে ভারতের সংবিধানের মূল নীতির ভিত্তিতে কপি পেষ্ট করে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করে স্বাধীন বাংলাদেশকে ভারত মাতার চরণতলে বলিদান করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ২৪ শে জুলাই-আগষ্টের এই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলার দামাল ছেলেরা শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী রাজনীতি, আওয়ামীলীগের বিভাজন ও মিথ্যার রাজনীতিতে বৃদ্ধাঙ্গলী প্রদর্শণ করেছে। আওয়ামীলীগ চেয়েছিল এই দেশকে বিভক্ত করে রাখতে। তাঁদের মুলনীতি ও অর্থনৈতিক পলিসি ছিল, “যারা শেখ হাসিনার গুনগান গাইবে শেক হাসিনার আনুগত্য প্রকাশ করলে, তারা স্বাধীনতার সময় যে পক্ষেই থাকুক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক হিসেবে পরিচিতি পাবে। আর শেখ হাসিনার বিপক্ষে গেলেই তারা রাজাকার হয়ে যায়। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধ আর রাজাকার দুইটা পক্ষ তৈরী করে একটি মেশিন নিয়ে শেখ হাসিনা বছরের পর বছর বাংলাদেশে শাসন করে গেছে। এদেশের মানুষকে বোকা বানিয়েছে। সর্বশেষ ২০২৪ এর জুলাই আগষ্টে বাংলার ৪ কোটি দামাল ছেলেরা কোঠা সংস্কারের যৌক্তিক দাবী নিয়ে অধিকার আদায়ের জন্য মাঠে নেমেছিল। মেধাবিত্তিক জাতী গঠনের জন্য দাবী জানিয়েছিল সেখানেও শেখ হাসিনা তাদের রাজাকারের বাচ্ছা বলে গালি দিয়েছে।

তিনি বলেন শেখ হাসিনা তার বাবার প্রতিশোধ নিতেই রাজনীতিতে এসেছিলেন।যারা তার বাবাকে হত্যা করেছিলেন, তাদের হত্যা করার অভিপ্রায় নিয়েই শেখ হাসিনা রাজনীতিতে এসেছিলেন। শেখ হাসিনা ৫০ বছর রাজনীতি করেছেন শুধুমাত্র তার বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিতে। এজন্যই তিনি জানতেন ৫ আগষ্ট বাংলাদেশে কি ঘটতে যাচ্ছে।

সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

যুগ্ম মহাসচিব যথাক্রমে মাওলানা আতাউল্লা আমিন, শরাফত হুসাইন, মাওলানা শরীফ সাইদুর রহমান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আবুল হাসনাত জালালী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা জহিরুল ইসলাম প্রমুখ। গন সমাবেশ সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর আনসার ভিডিপি মসজিদের পেশ ইমাম সাব্বির রহমান।

একদল চোর তাড়িয়ে আরেকদল চোরকে ক্ষমতায় আনলে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না –মুফতী ফয়জুল করীম

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ’র নায়েবে আমীর মুফতী সৈয়দ ফয়জুল করিম বলেছেন, ৫৩ বছর এই দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজকে শ্রমিকরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য রাস্তায় নামে গুলিবিদ্ধ হয়। যারা ক্ষমতায় থাকবে তারা চাকরি পাবে, আর যারা ক্ষমতায় থাকবে না তারা চাকরি পাবে না। যারা ক্ষমতায় থাকবে তারা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হবে আর যারা ক্ষমতায় থাকবে না তারা না খেয়ে থাকবে, চিকিৎসা করাতে পারবে না। তা হবে না। কেউ খাবে কেউ খাবে না, তা হবে না। আমরা সকল বৈষম্য দুর করতে চাই। স্বাধীনতার পরে সকল দল সরকারে ছিল কিন্তু বৈষম্য দুর হয়নি। এদেশে যারা সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক তাদের থেকে বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন-ভাতার অনেক বৈষম্য। ব্যাংকগুলি ধনিকে ধনি করছে আর গরিবকে আরও গরিব করছে। গরিব মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য অর্থনৈতিক সিস্টেম পাল্টাতে হবে। শুধু নেতা পাল্টালে হবে না নীতিও পাল্টাতে হবে। ইসলামী অর্থনীতি চালু হলে এই দেশে কেউ গরিব থাকবে না।

তিনি বলেন, দেশের সকল সম্পত্তি কয়েকটি পরিবারের হাতে বন্দি। মাত্র ৫টি পরিবার কয়েক লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। একদল চোর তাড়িয়ে আরেকদল চোরকে ক্ষমতায় আনলে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না। দেশে পিআর নির্বাচন পদ্ধতি চালু করতে হবে।

তাহলে সকল দল সংসদে যাওয়ার সময় পাবে। সংসদে কথা বলার সুযোগ পাবে তাহলে এমনিতেই ৮০ শতাংশ দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যাবে। সকল দুর্নীতি ও বৈষম্য দুর করতে প্রয়োজন ইসলামী শাসন ব্যবস্থা। আপনারা ইসলামী আন্দোলনের হাতকে শক্তিশালী করুন। ৫শ টাকায় ভোট বিক্রি না করে দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা নিয়ে আসুন তাহলে গরিবের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে, দেশ উন্নত হবে। তিনি ইসলামী আন্দোলনে সকল সচেতন নাগরিককে দাওয়াত দেন।

আজ বুধবার দুপুরে ঝিনাইদহ শহরের পায়রা চত্ত্বরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আয়োজিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানে গণহত্যা চালানো, বিদেশে টাকা পাচারসহ চরমোনাই পীর ঘোষিত ৭ দফা দাবিতে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ’র জেলা শাখার সভাপতি ডা: এইচ. এম. মোমতাজুল করীম এবং সভা পরিচালনা করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ’র জেলা সাধারণ সম্পাদক মাও: সিহাব উদ্দীন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, খুলনা বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শোয়াইব হোসেন, ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ’র খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতী আব্দুল জলিল। সমাবেশে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ইসলামী আন্দোলনের গণসমাবেশ

ছাত্র-জনতার গণবিপ্লবে সংঘটিত গণহত্যার বিচার, দুর্নীতিবাজদের গ্রেফতার, অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও তাদেরকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা, সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামী সমাজভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে

এ গণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য,মাওলানা মুফতি ইমরান হোসাইন।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাশিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মোঃ আক্কাস আলী মাস্টার, গাংনী থানা শাখার সভাপতি মোঃ ফয়সাল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক, মেহেরপুর জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মো আরিফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল গাফফার, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন মেহেরপুর জেলা শাখা সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইব্রাহিম খলিল আবীরসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আওয়ামী লীগের গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নকে জনগণের মাঝে তুলে ধরে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আওয়ামী লীগের গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে শৈলকুপা নতুন বাজার এলাকায় বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ধলহরচন্দ্র ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক চাঁদ আলী মন্ডলের সভাপতিত্বে ও শৈলকুপা উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার কায়সার টিপুর পরিচালনায় উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও বিশ্বাস বিল্ডার্সের চেয়ারম্যান আলহাজ¦ নজরুল ইসলাম দুলাল। এছাড়াও শৈলকুপা পৌরসভা মেয়র কাজী

দর্শনায় ট্রেনের যাত্রাবিরতি ও আসন বরাদ্দসহ ৬ দফা দাবীতে গণসমাবেশ

দর্শনা হল্ট রেলস্টেশনে সুন্দরবন এক্সপ্রেসের আপ ও চিত্রা এক্সপ্রেসের ডাউন ট্রেনের যাত্রাবিরতি এবং ঢাকা-কলকাতা মৈত্রীএক্সপ্রেসের উভয়মুখী ট্রেনে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলস্টেশনে আসন বরাদ্দসহ ৬ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

“দর্শনার জন্য আমরা” ও “দর্শনা প্রেসক্লাব” র যৌথ উদ্যোগে গতকাল বেলা ৩ টায় দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলওয়ে ষ্টেশন সংলগ্ন ফুলতলা চত্বরে এ গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

“দর্শনার জন্য আমরা” সংগঠনের আহ্বায়ক আনোয়ারুল ইসলাম বাবু’র সভাপতিত্বে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম, কেরু চিনিকলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খালেকুজ্জামান, “দর্শনার জন্য আমরা” সংগঠনের অন্যতম সদস্য রবিউল আলম বাবু, দর্শনা থানা প্রেসক্লাবের সভাপতি নুরুল আলম বাকু, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেন, দর্শনা গণউন্নয়ন গ্রন্থাগারের পরিচালক আবু সুফিয়ান, দর্শনা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ হবা জোয়ার্দ্দার, সাবেক ছাত্রনেতা ইমরুল কাইয়ুম প্রমুখ।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, দর্শনা আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ, দর্শনা রিক্সা-শ্রমিক ইউনিয়ন, আমরা জীবননগরবাসী এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের অসংখ্য নেতাকর্মীসহ নানা শ্রেণী-পেশার কয়েক হাজার মানুষ।